জীবননগরে ৪ বছরের শিশুকে যৌন হয়রানি অভিযোগে বৃদ্ধ আটক

জীবননগরে ৪ বছরের শিশুকে চকলেট দেওয়ার নাম করে যৌন হয়রানি করার অভিযোগে উঠেছে এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে।

এ ঘটনায় মেয়ের মা বাদি হয়ে জীবননগর থানায় একটি অভিযোগ করলে পুলিশ ওই বৃদ্ধকে রাতেই আটক করে।

গত বুধবার সকাল ৮টার সময় জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের কয়া গ্রামের স্কুল পাড়ায় এ ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিশুটি বাড়ির পাশে খেলা করছিল, এ সময় একই পাড়ার বৃদ্ধ মল্লিক মিস্ত্রি (৬০) মেয়েটিকে চকলেট দেওয়ার নাম করে তার ঘরে ডেকে নিয়ে যায়। তাকে জোরপুর্বক যৌন হয়রানি করে এ সময় মেয়েটি চিৎকার করলে স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে মেয়েটিকে উদ্ধার করে।

এক পর্যায়ে গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসা করার চেস্টা করে ব্যর্থ হলে নাবালিকা মেয়ের মা বাদি হয়ে জীবননগর থানায় একটি অভিযোগ করলে গতকাল রাতেই জীবননগর থানা পুলিশ বৃদ্ধকে আটক করে পুলিশের হেফাজতে আনেন।

সীমান্ত ইউপি সদস্য আব্দুল মোমিন বলেন, নাবালিকা মেয়েকে বৃদ্ধ যৌন হয়রানি করেছে এমন একটি অভিযোগ নিয়ে ওই মেয়ের মা এবং স্থানীয় ব্যক্তিরা আমার কাছে আসলে দুই পক্ষকে ডেকে বিষয়টি জানার চেস্টা করি। এক পর্যায়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্ঠি হলে জীবননগর থানা পুলিশকে বিষয়টি জানালে পুলিশ অভিযুক্ত বৃদ্ধ মল্লিককে আটক করে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, শিশু মেয়েকে যৌন হয়রানি করেছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে এক বৃদ্ধকে আটক করে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে । এদিকে বৃদ্ধও এহেন কাণ্ড দেখে এলাকার সাধারণ মানুষ হতবাক হয়ে পড়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় নাতনীকে ধর্ষণের অভিযোগে দাদা আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার বেগমপুরের নওদা হরিশপুর গ্রাম থেকে সাত বছরের নাতনীকে (ছেলের মেয়ে) ধর্ষণের অভিযোগে দাদা মোনতাজ আলীকে
(৫৫) আটক করেছে পুলিশ। বুধবার রাতে তাকে আটক করা হয়। এর আগে সন্ধ্যায় শিশুটির মা দর্শনা থানায় তার শিশুকন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগ করে।

দর্শনা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি-তদন্ত) শেখ মাহবুবুর রহমান জানান, মঙ্গলবার বিকালে শিশুটিকে একা পেয়ে দাদা মোনতাজ আলী তাকে ধর্ষণ করে এবং বিষয়টি কাউকে না জানানোর জন্য বলে দেয়। পরে শিশুটি রাতে মায়ের কাছে ধর্ষণে ঘটনা জানায়। বুধবার শিশুটির মা থানায় এসে শ্বশুরের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরই অভিযান চালিয়ে মোনতাজ আলীকে আটক করা হয়।

ওসি (তদন্ত) আরো জানান, বৃহস্পতিবার আটক মোনতাজ আলীকে আদালতে সোপর্দ করা হবে। এছাড়া ভিকটিম শিশুটির ডাক্তারী পরীক্ষাসহ আইনানুগ সকল পদক্ষেপ নেয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গায় উলামা পরিষদের বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ফ্রান্স সরকার কর্তৃক বিশ^নবীর (স.) ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা উলামা পরিষদ।

বুধবার বিকালে শহরের শহীদ হাসান চত্বরের মুক্তমঞ্চে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা উলামা পরিষদের উপদেষ্টা মাওলানা রুহুল আমীন।

সমাবেশে বক্তারা ফ্রান্স সরকারের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে ফ্রান্সের সব ধরণের পণ্য বয়কট করার আহ্বান জানান।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি মুফতি জুনাইদ আল হাবীবী, সাধারণ সম্পাদক মুফতি মোস্তফা কামাল কাসেমী, উলামা পরিষদের নেতা মাওলানা রুহুল আমীন, মাওলানা হারুন অর রশীদ, মুফতি আজিজুল হক, মাওলানা হাফিজুর রহমান প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় ছাত্রী উত্যক্তের অপরাধে দুই বখাটের কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গায় স্কুল ছাত্রীকে উত্যক্ত করার অপরাধে উজ্জল ও মামুন নামের দুই বখাটেকে জেল জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। উজ্জলকে ৭ দিন ও মামুনকে ১০ দিনের কারাদণ্ডের আদেশ দেন আদালত।

উজ্জল আলমডাঙ্গার কালিদাসপুর ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামের নায়েব আলীর ছেলে ও মামুন একই গ্রামের বরকত আলীর ছেলে।

আদালত সূত্র জানায়, উজ্জল ও মামুন নামের দুই বখাটে মিলে পাইকপাড়া জনকল্যাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ওই ছাত্রীকে বেশ কিছুদিন ধরে উত্যক্ত করে আসছিল। উত্যক্তের মাত্রা দিনে দিনে বেড়ে যাওয়ায় ওই ছাত্রীর পরিবার প্রশাসনকে জানায়।

মঙ্গলবার উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলীর ভ্রাম্যমাণ আদালত পাইকপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে বখাটে উজ্জল ও মামুনকে আটক করে আদালতে নিয়ে আসেন। উজ্জলকে ৭ দিন ও মামুনকে ১০ দিনের কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

আদালতে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন পাইকপাড়া পুলিশ ক্যাম্পের আইসি গিয়াস উদ্দিন।

চুয়াডাঙ্গায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় পতাকা উত্তোলন, র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ প্রাঙ্গণে এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিপ্লব। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য শরীফুজ্জামান শরীফ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে অবৈধ আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটিয়ে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং জনগণকে তাদের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বিএনপি ও সহযোগি সংগঠনের নেতাকর্মীদের ধ্বংস করার পায়তারা শুরু হয়েছে।

রাতারাতি বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগে যোগদান করছে, এমন নেতাকর্মী আমাদের দরকার নেই। যদি আমার একজন বিএনপি কর্মী থাকে এটাই যথেষ্ট। আগামী দিনে সকল ষড়যন্ত্রকারীদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া হবে।

দল কারো বাপের সম্পত্তি নয়। আপনি দলের জন্য পরিশ্রম করবেন, তারপর আপনি দলের হবেন। নতুন নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে। দীর্ঘদিন যারা নেতৃত্ব দিয়ে আসছে, সেই নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। পরিবর্তন না ঘটালে, যেই অবস্থায় আমরা আছি, সেই অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবেনা।

আপনারা যারা ইউনিয়নে চেয়ারম্যান হতে চান, তারা ৯টি ওয়ার্ডের নেতাকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করুন। মাঠ পর্যায় থেকে যাদের গুরুত্ব দেওয়া হবে, জেলা থেকেও তাদের গুরুত্ব দেওয়া হবে।

শরীফুজ্জামান শরীফ আরো বলেন, দিনে বিএনপি, রাত্রে আওয়ামী লীগ, এই ধরনের নেতাদেরকে চিহ্নিত করুন। তাদেরকে বার্তা পৌঁছে দিন, তাদের পরিহার করা হবে। তাদের বিএনপিতে ঠাঁই নাই। আপনারা সতর্ক

হয়ে যান। বিএনপি কারো বাপ দাদার সম্পত্তি নয়।

কাগজে নেতা হয়ে লাভ নেই। শহীদ জিয়ার আদর্শের হতে হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহেদ মোঃ রাজিব খানের পরিচালনায় আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আব্দুল জব্বার, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য ও পৌর কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম মনি, আবু বক্কর সিদ্দিক আবু, আহবায়ক কমিটির সদস্য ও মহিলা দলের নেত্রী জাহানারা বেগম,

জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মাহমুদ হাসান পল্টু, সদর থানা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ও কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম নজু, জেলা সে¦চ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিকুল ইসলাম পিটু, পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, জেলা জাসাস এর সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিম, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান আনিস প্রমুখ।

কার্পাসডাঙ্গা ফসলি জমির উপর রেল লাইন স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় রেল লাইন স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৪ টায় সচেতন মহলের আয়োজনে কোমরপুর ব্রীজ মোড়ে (কার্পাসডাঙ্গা ৪নং ওয়ার্ড কোমরপুর-বাঘাডাঙ্গা) ডা. রবিউল হকের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটেছে। এদেশে কৃষক সমাজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু কৃষি জমি নষ্ট করে রেল লাইন স্থাপনের সরকারি সিদ্ধান্তে

বিপাকে পড়েছে ভুক্তভোগী কৃষকরা। যে কারণে শত শত বিঘা কৃষি জমি নষ্ট হবে। এলাকার কৃষিজীবী মানুষ না খেয়ে মরবে। বাঘাডাঙ্গা ও কোমরপুরে যেখান দিয়ে পিলার স্থাপন করা হচ্ছে সে সব জমি অধিকাংশ ৪ ফসলি।

আর এসব ফসল ফলিয়ে কৃষকেরা কোন রকমে খেয়ে না খেয়ে দিন পার করে। বর্তমান সময়ে কোন কৃষকেরই ১০ বা ২০ বিঘা জমি নাই। কারো ২ বিঘা, কারো ১ বিঘা বা কারো ১০ কাঠা। এই শেষ সম্বলটুকু যদি রেললাইন করতে চলে যায় তবে কৃষকদের ঐ রেল লাইনেই মাথা দিয়ে মরতে হবে। তাছাড়া তারা তো বাড়ি গিয়ে সন্তানদের মুখে এক মুঠো খাবারও তুলে দিতে পারবেনা। তাই তাদের বিকল্প পথ রেললাইনে মাথা দিয়ে মরা।

সরকারের কাছে আমাদের জোর দাবি রেল লাইন স্থাপন করে এলাকায় দূর্ভিক্ষ ডেকে আনবেন না। সাধারণ কৃষককে দুমুঠো ডাল ভাত খাওয়া থেকে বঞ্চিত না করে তাদের বাঁচাতে বাঘাডাঙ্গা ও কোমরপুরের ৪ ফসলি জমি দিয়ে রেল লাইন না করার জোর দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী গ্রামবাসী।

এসময় সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন জাহিদুর রহমান মুকুল, রবিউল হোসেন শুকলাল, ইউপি সদস্য মনিরুজ্জামান মন্টু, ডা. ইবাদত আলী, আবুল কাশেম, আশরাফ আলী, রবজেল আলী, হযরত আলী, মহাসিন আলী, নোয়াজ্জেশ আলী, আলাউদ্দিন, মওলা বক্স, তমিজ উদ্দিন, মোস্তাফিজ কচি, বখতিয়ার বকুল, মেহেদি মিলন, আবুজাফর, আক্তার, সানাউল কবির শিরিন, তারিকুল, গনি,শেখ শাহিন, আশাদুল,তপু মন্ডল প্রমুখ। সমাবেশ শেষে রবিউল হোসেন শুকলালকে আহবায়ক ও মনিরুজ্জামান মন্টুকে যুগ্ম আহবায়ক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট রেল লাইন স্থাপন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়।

দর্শনায় শান্তিপূর্ণ ও উৎসব মুখোর পরিবেশে শারদীয় দূর্গা

উৎসব পালিত হচ্ছে

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় শান্তিপূর্ণ ও উৎসব মুখোর পরিবেশে শারদীয় দূর্গা উৎসব পালিত হচ্ছে। দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এ বছর ২২টি মণ্ডপে দূর্গাপূজা উৎযাপন করা হচ্ছে। ভক্তরা সুশৃঙ্খলভাবে পুস্পাঞ্জলি দিয়েছেন মা দেবী দূর্গার পদতলে।

গতকাল রবিবার বিকাল থেকে সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের প্রতিমাকে একনজর দেখতে প্রতিটি পূজা মণ্ডপে ভীড় করেন। এছাড়া দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান সন্ধ্যায় দর্শনা পৌর এলাকার প্রতিটি পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন।

এছাড়া পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম, দর্শনা পৌর বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি হাবিবুর রাহমান বুলেট দর্শনা ও পারকৃষ্ণপুর পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা দূর্গা উৎসব কমিটির সভাপতি উত্তম কুমার দেবনাথ ও সাধারণ সম্পাদক শ্রী অনন্ত কুমার শান্তারা জানান, এ বছর কোন পূজা মণ্ডপ ঝুকিপূর্ণ নেই, শান্তিপূর্ণ ভাবে দূর্গা উৎসব পালিত হচ্ছে।

উপজেলার ২২টি পূজা মণ্ডপের মধ্যে দর্শনা নবগঠিত থানার অধিনে ১৬টি মণ্ডপে দূর্গা উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। করোনার কারণে পূজা মণ্ডপগুলোয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি না থাকলেও দর্শনা নবগঠিত থানার অফিসার ইনচার্জ মাহব্বুর রহমান এর নেতৃত্বে পুলিশি টহল ছিলো চোখে পড়ার মত।

এছাড়া উপজেলায় আনসার বাহিনীর আব্দুল্লাহ আল মামুনের নেতৃত্বে¡ ১০জন করে ৩টি টহল দল পূজা মণ্ডপগুলো টহল দিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গায় ছাগল চোর গণপিটুনীর শিকার

আলমডাঙ্গার আইলহাস ইউনিয়নের বলিয়ারপুর গ্রাম থেকে অটোতে তুলে ছাগল চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় দুই ছাগল চোরকে ধরে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে দিয়েছে গ্রামবাসী। গতকাল বিকেলে ওই ঘটনা ঘটে। পরে ঘোলদাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে জনতার হাত থেকে দুই চোরকে উদ্ধার করে থানায় সোপর্দ করে।

আটককৃত চোর হল চুয়াডাঙ্গার আরামপাড়ার আসলামের ছেলে রুবেল ও ফার্মপাড়ার মৃত নুর ইসলামের ছেলে মঈনুদ্দিন। তারা চুয়াডাঙ্গা থেকে একটি অটো রিক্সা নিয়ে বলিয়ারপুর গ্রাম এলাকায় ছাগল চুরি করতে আসে।

ঘোলদাড়ি ক্যাম্পের টুআইসি এএসআই খালিদ হোসেন জানান, রবিবার বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে বলিয়ারপুর গ্রাম থেকে সংবাদ আসে দুইজন ছাগল চোরকে ধরে গ্রামবাসী আটকে রেখেছে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে জনগণের কাছ থেকে উদ্ধার করে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, রুবেল ও মঈনুদ্দিন পেশাদার চোরচক্রের সদস্য। তারা একটি অটো নিয়ে দুপুরের দিকে বলিয়ারপুর গ্রাম থেকে মাঠের দিকে যেতে কিছুটা নির্জন রাস্তায় অবস্থান নেয়।

সুযোগ বুঝে ঘাস খেয়ে বেড়ানো দুইটি ছাগল ধরে তারা অটোতে তুলে নেয়। ছাগল তুলে নেওয়া দেখে ফেলে এক গ্রামবাসী। তার চিৎকারে পথচারীরা দৌড়ে আসলে চোর দু‘জন ছাগল দুটিকে অটো থেকে ছেড়ে দেয়।

এরপরও চোরকে ধরতে তাড়া দেয় জনতা। চোর দুজন জীবন বাঁচাতে অটো ফেলে মাঠের দিকে দৌড়ে পালাতে থাকে। জনগণও তাদের পিছু নিয়ে ধরে ফেলে। ধরে তাদেরকে গ্রামের ভেতর এনে গণপিটুনী দেওয়া হয়। এরপর পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করে থানায় সোপর্দ করে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

আলমডাঙ্গা‘র সূচনা ও মিলনমেলা

ইসলামিক ইউনিভার্সিটি (ইবি) স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন অব আলমডাঙ্গা’র সুভ সূচনা ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার দুপুরে আলমডাঙ্গা থানাপাড়া কমিউনিটি সেন্টারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা অসাধারণ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলার শিক্ষার্থীদের জন্য ইবির ক্যাম্পাসে নিজেদের একটি প্লাটফর্ম তৈরী হবে।

মিলনমেলায় সাবেকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড এন্ড নিউট্রিশন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আলমডাঙ্গার সন্তান সাবেক ইবিয়ান মোমিনুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাড, খন্দকার সালমুন আহমেদ ডন, আলমডাঙ্গা সরকারী কলেজের প্রভাষক আব্দুল হাই, ইংরেজী বিভাগের প্রভাষক আমিরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া সরকারী সেন্ট্রাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন, নিগার সিদ্দিক কলেজের প্রভাষক শাহীন সাহিদ, হাসানুজ্জামান হাসান, আব্দুল খালেক, মোল্লা ফারুক এলাহী, আশীষ সরকার, রাকিবুল ইসলাম, সিদ্দিকুর রহমান বকুল।

বর্তমান শিক্ষার্থী সজল আহমেদ টগর, রাতুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, কামরুল হাসান অনিক, কামরুজ্জামান টিপু, আসিফ আলিফ, বিপ্লব হোসেন, সাব্বির হোসেন, সজল, মুনমুন আহমেদ, আরাবী আফরিন মৌ, সুরাইয়া তাসনিম তুর্শিনা ও মুশফিকা খানম আদিবাসহ নতুন ইবিয়ানদের উদ্যেগে সাবেকদের নিয়ে এই অভুতপূর্ব মিলনমেলা গড়ে তোলেন ভাইস চেয়ারম্যান খন্দকার সালমুন আহমেদ ডন।